# বিসিক এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেজ" দেশের শিল্পায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারী সংস্থা হিসাবে বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেবামূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি, বিসিক দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের যাবতীয় তথ্য সেবা সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংক- আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান- সংস্থায়, স্থানীয় পরিষদ, জন প্রতিনিধি, গবেষক ও সংশ্লিষ্টদের নিয়মিতভাবে দিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের এ সময়ে শিল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য সকলের দোর গোড়ায় দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিসিক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i (Access to information) প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় দেশের সমগ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ (GIS-based Online Database for Small, Cottage and Medium Industry) গ্রহণ করেছে। কারণ, দেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প ও কমবেশী ৮ লক্ষ কুটির শিল্প রয়েছে। দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ সমস্ত শিল্পের পূর্ণাংগ তথ্য এক স্থান হতে সংগ্রহ করার কোন সুবিধা না থাকায় নতুন শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দেশের শিল্পায়ন তথা আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যা প্রকারান্তরে দেশের শিল্পায়নকে বাঁধাগ্রস্থ করে।এ অবস্থা নিরসনে বিসিকের অনলাইন ডাটাবেজ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে । আর এ ডাটাবেজে দেশের সমগ্র অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পের ভৌগলিক অবস্থান নির্দেশক তথ্যও সন্নিবেশিত হবে যা একনজরে দেশের শিল্পাবস্থার বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে বিসিক মনে করে। এ উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে অনলাইনে যে কোন স্থান হতে খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে দেশের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের প্রায় যাবতীয় সব তথ্য এক স্থান হতে দ্রুত সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা ইতোপূর্বে দেশে গড়ে উঠে নাই। এ উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি নিম্নরুপ সুবিধা পাওয়া যাবে।

০১). উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্প খাতের প্রায় সমুদয় তথ্য অনলাইনে একই স্থান হতে দ্রুত পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে । শিল্পের তথ্য সংগ্রহের জন্য সময়, খরচ ও বিভিন্ন দপ্তরে যাওয়া আসার প্রয়োজন হবে না।

০২). এ ডাটাবেজ থেকে দেশের ও দেশের বাইরে যে কোন স্থান হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবেন। বর্তমানে এ ধরণের ডাটাবেজ না থাকায় বিভিন্ন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ করার বিড়ম্বনার কারনে অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হতাশ হয়ে শিল্পোদ্যোগ বাতিল করতে বাধ্য হয় যা দেশের শিল্পায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে;

০৩). এলাকাভিত্তিক (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন) শিল্পের অবস্থা এ সিস্টেমের মাধ্যমে মূহুর্তে জানা যাবে যা এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সহায়ক হবে। স্থানীয় জন প্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এ সিস্টেম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এলাকার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন যা এতদিন সম্ভব ছিল না। উপরন্ত, স্থানীয় ও জাতীয় ব্যবসায়ী সংগঠন (চেম্বার), শিল্প মালিক সমিতিসমূহ অনেক তথ্য সহজেই ডাটাবেজের মাধ্যমে সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন।

০৪). স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প আয়ের উদ্যোক্তা , নারী এবং শ্রমিকগণ স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত অনেক তথ্য এ সিস্টেম থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। তদুপরি, এলাকার শিল্পের অবস্থান ও ঠিকানা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী লাভজনক মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ ও পণ্য বিপণনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে উপকৃত হবেন;

০৫). গবেষক, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের প্রায় সমুদয় হালনাগাদ তথ্য একই স্থান হতে সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন যা জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

০৬). নতুন ও বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ডাটাবেজ থেকে লাভজনক উৎপাদন ও বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাবে যা শিল্পের সম্প্রসারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সময়ের চাহিদা ও বিসিকের সেবার মান সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিসিকের আইসিটি সেল উদ্যোগটি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় উদ্যোগটি (প্রকল্প প্রস্তাব) দাখিল করে। এ প্রতিযোগিতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় পরিষদ ও ব্যক্তি উদ্যোগের প্রায় ৬০০ প্রস্তাব বিবেচনার জন্য দাখিল করা হয়। এ প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সময়োচিত ভাবনা, ব্যাপক তথ্যসেবা সুবিধা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় বিসিকের প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত ১৭টি প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষভাবে প্রশংশিত হয়ে অনুমোদন লাভ করে এবং এ জন্য বিসিক award প্রাপ্ত হয়।

অঃপৃঃদ্রঃ

দেশে শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন অনলাইন ডাটাবেজ না থাকায় বিসিকসহ বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর হতে শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দপ্তরে যাওয়া- আসা করতে হয়। এ জন্য সময় , পরিশ্রম ও অনেক অর্থ ব্যয় হয়। শিল্পের ডাটাবেজ না থাকায় একজন উদ্যোক্তাকে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নতুন কোন শিল্প স্থাপনের জন্য সে এলাকায় সংশ্লিষ্ট শিল্পের সংখ্যা, বিনিয়োগের মোট পরিমাণ, সে এলাকায় কাঁচামালের প্রাপ্যতা ও বিপণন সুবিধা প্রভৃতি তথ্যের জন্য সেখানে অবস্থান করে সে এলাকা পরিদর্শন করে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় বলে নতুন উদ্যোক্তারা হতাশ হয়ে পড়েন ফলে নতুন শিল্প উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে না। অথচ এ ডাটাবেজের মাধ্যমে সহজেই একজন উদ্যোক্তা ঘরে বসেই বিনা খরচে খুবই স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করে শিল্প স্থাপনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। কারণ খুব সহজেই ডাটাবেজে Login করে Category select করে সংশ্লিষ্ট Option এ ক্লিক এর মাধ্যমে মুহূর্তেই সংশ্লিষ্ট তথ্যটি দেখা বা Download করা যাবে। এ জন্য বাড়তি কোন অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না। আর তাই এ ডাটাবেজটি শিল্পদ্যোক্তাদের ব্যাপক সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি দেশের শিল্পায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করছেন।এ ডাটাবেজে বর্তমান শিল্পগুলো অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলো এবং শিল্প মালিকদের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত হবে যা এতদিন ছিল না।এ ডাটাবেজ থেকে বর্তমান শিল্পগুলো ও শিল্প মালিকগণ নিম্নরুপ সুবিধা পাবেন।

০১). এ ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হওয়া শিল্পগূলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিক প্রদত্ত সেবা ( শিল্পপ্লট,কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীতে ট্যাক্স হ্রাসের এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ লাভের সুপারিশসহ অন্যান্য সুবিধাদি) প্রদান করা হবে। সে সাথে সরকারীভাবে দেয় অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা প্রাপ্তিতে এ ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হওয়া শিল্পগূলোর জন্য বিসিক সুপারিশ প্রদান করবে।

০২). দেশী ও বিদেশী ক্রেতাদের কাছে ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হওয়া শিল্পগূলোর বিনামূল্যে পরিচিতি, উৎপাদিত পণ্যের প্রচার এবং উদ্যোক্তা/শিল্প মালিকবৃন্দের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দেয়া থাকবে। ফলে ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হওয়া শিল্পগূলোর পণ্য দেশের সর্বত্র এবং বিদেশে বিপণনের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে যা এতদিন এ শিল্পগুলোর ছিল না। কারণ, দেশী ও বিদেশী ক্রেতারা কোন ধরণের মধ্যস্বত্ত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে পণ্য বাছাই ও ক্রয়ে বেশী আগ্রহী হয়ে থাকে। এ বাস্তবাতায় বিসিকের এ ডাটাবেজে নিজের শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত করে শিল্প মালিকগণ বিনা অর্থ ব্যয়ে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার সুবিধা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন। যে সুযোগ তাদের ছিল না বা ওয়েবসাইট খুলে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রচার- প্রচারণা চালানোর মত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত আয়োজন স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প আয়ের অধিকাংশ শিল্পদ্যোক্তারই নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই এ ডাটাবেজ শিল্পদ্যোক্তাদের জন্য আশীর্বাদস্বরুপ হবে বলে আশা করা যায়।

০৩). কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো ডাটাবেজ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে শিল্প মালিকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে লাভজনক মূল্যে কাঁচামাল,যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহে আগ্রহী হবেন যা কম মূল্যে মানসম্পন্ন কাঁচামাল, উন্নত যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রাপ্তিতে সুবিধা প্রদানের যে সুযোগ সৃষ্টি করবে তা এ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভজনক উৎপাদন ও বিপণন সুবিধার দিগন্ত বিস্তৃত করবে।

০৪). ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য বিক্রয়ে দেশে ও বিদেশে বিসিক আয়োজিত মেলা/প্রদর্শনীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও হ্রাসকৃত মূল্যে স্টল স্থাপনের সুযোগ পাবে।

০৫). ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হওয়া শিল্পগূলোকে বিসিকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্থিত্বের প্রশ্নটির একটি সমাধান হওয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হবে তা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহজেই Trade License, VAT এবং TIN Certificate প্রাপ্তি/নবায়ন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ প্রপ্তির সুবিধা প্রভৃতি বিষয় অনেক সহজতর হবে।

০৬). এ ছাড়াও ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হওয়া শিল্পগূলোর ভবিষ্যতে অনলাইনে ভার্চুয়াল শপ/ই- কমার্স সাইটে পণ্য বিপণনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়া সহ অন্যান্য অনেক সুবিধা প্রপ্তির সুযোগ তৈরি হবে যা অনেক অর্থ ব্যয় করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিক ও কারিগরদের পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

<u>ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের নতুন আয় সৃষ্টির সম্ভাবনাঃ</u>

এ অনলাইন ডাটাবেজে শিল্পের তথ্য অন্তর্ভূক্ত হবে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে। এ জন্য অনলাইন সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এ সফটওয়্যার তৈরির কাজ সম্পন্ন হবে এবং একযোগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প উদ্যোক্তা ও কারুশিল্পীগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ নিজস্ব ইউনিয়ন বা পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে তার শিল্পটি ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রস্তাবিত ডাটাবেজে শিল্পের তথ্য অন্তর্ভুক্তিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে স্থানীয় বিসিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন ও পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দ । এ অনলাইন ডাটাবেজে শিল্পের তথ্য অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারগুলোর কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি ও সেন্টারগুলোর নতুন আয় সৃষ্টির ব্যাপক সুযোগ তৈরি হবে। সেন্টারগুলোর বর্তমান আয়ের পাশাপাশি এ ডাটাবেজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে অব্যাহতভাবে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য রেখে এ অনলাইন ডাটাবেজে স্থানীয় ক্ষুদ্র ,কুটির ও মাঝারী শিল্পের তথ্য অন্তর্ভূক্ত করার কাজটি রাখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই একযোগে রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলায় অনলাইনে এ ডাটা এন্ট্রি শুরু হবে । ডাটা এন্ট্রির কাজটি সূচারুভাবে সম্পন্নের মাধ্যমে ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাগণ নিম্নরুপ সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেনঃ

০১. সঠিকভাবে প্রতিটি শিল্প/কারুশিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান এন্ট্রির জন্য ১০.০০ টাকা (দশ টাকা) হারে অর্থ পাবেন

০২. সফলভাবে এন্ট্রি সম্পন্নের পর শিল্প মালিক, কারুশিল্পী, ব্যাংক, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বা অন্য যে কেহ ডাটাবেজে তথ্য সংগ্রহের জন্য Print copy চাইতে পারেন, সেক্ষেত্রে এ ডাটাবেজে এন্ট্রি প্রদানকারী উদ্যোক্তা আলাদাভাবে Print copy 'র জন্য অর্থ নিতে পারবেন। এ সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

০৩. এ ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত যে কোন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট এন্ট্রি প্রদানকারী উদ্যোক্তার নিকট এসে তা সংগ্রহ করতে হবে। তাই এ ডাটাবেজের তথ্য যেমন একজন পণ্য ক্রেতা/ব্যবসায়ীর প্রয়োজন হতে পারে নির্দিষ্ট পণ্যে ক্রয়ের তথন তার প্রয়োজন জেলা বা দেশের কোন কোন অঞ্চলে সে পণ্যটি তৈরী হয় বা তাদের ঠিকানা বা যোগাযোগের তথ্য সে তথ্য সরবরাহ করে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাগণের দীর্ঘদিন ধরে আয়ের সুযোগ থাকবে। তেমনি, শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের তথ্য, একই ধরণের কতটি শিল্প নির্দিষ্ট এলাকায় আছে তার তথ্যও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হতে পারে, তেমনি কর্মসংস্থান সৃষ্টির তথ্য এমন হাজারও তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কে সরবরাহ করে উদ্যোক্তাদের অব্যাহত আয়ের সুযোগ তৈরী হবে।

০৪. এ ছাড়াও পরবর্তীতে এন্ট্রিকৃত শিল্পের তথ্য আপডেট করার সময়ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাগণ অর্থ প্রাপ্ত হবেন। এর বাইরে ডিজিটাল সেন্টারগুলোর আরও অনেক আয় সৃষ্টির সুযোগ পর্যায়ক্রমে তৈরি হবে।

প্রস্তাবিত ডাটাবেজটি দেশের সমুদয় (প্রায় ১০ লক্ষ) ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের তথ্য ভান্ডার হিসাবে পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠবে। প্রাথমিকভাবে রাজশাহী বিভাগকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ বিভাগের ৮ টি জেলার বর্তমান মোট প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র , কুটির ও মাঝারী শিল্পের তথ্য এ ডাটাবেজে প্রথমে সন্নিবেশিত হবে। রাজশাহী বিভাগের ডাটাবেজ সফলভাবে তৈরি হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য বিভাগের সমস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের তথ্য এ ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হবে।